গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: **সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য অনুষ্ঠিত ২০২২ সালের ৪র্থ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	:	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মন্ত্রী,স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২, বিকাল ০২.০০ টা
উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	**পরিশিষ্ট- 'ক'**

সভার আলোচনা:

১.১ মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য আজকের এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে বিশেষত ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিগত বছরগুলোতে স্থানীয় সরকার বিভাগের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার আলোকে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ তাদের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ২০২২ সালের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে ৩ টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা তাদের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করছে। এ পর্যায়ে তিনি সভায় সূচনা বক্তব্য প্রদান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

১.২ মাননীয় মন্ত্রী সভায় উপস্থিত ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিব, অন্যান্য কর্মকর্তা ও সাংবাদিকবৃন্দকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, এডিস মশার কারণে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ২০১৯ সাল থেকে এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরোও বলেন, ২০১৯ সালে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ থাকলেও পরবর্তীতে ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ সালে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিরসনে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় আজকের এ সভা আহবান করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, ২০১৯ সালে যখন ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন থেকেই এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডেঙ্গু সমস্যা নিরসনকল্পে করণীয় কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করে সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থাকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এডিস মশার প্রজননরোধে জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ (দশটি) সাবজোনে বিভক্ত করে সকল শ্রেণি-পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনারের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনসমূহে মশক নিধনে ব্যবহৃত কার্যকর কীটনাশকের পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল নিয়োগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ খাতে সিটি কর্পোরেশনসমূহকে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, মশকের কীটনাশক আমদানির ক্ষেত্রে Monopoly

Business দূর করা হয়েছে। তিনি আরোও বলেন, এডিস মশার প্রজননরোধ এবং আবাসস্থল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ২০১৯ সাল থেকে এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক TVC প্রচার অব্যাহত রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী এশিয়ার কয়েকটি দেশের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া ভারতসহ অন্যান্য দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে ও মশকের বংশবিস্তার রোধে সিটি কর্পোরেশনসমূহের সমন্বিত কার্যক্রম এবং নিরলস চেষ্টার ফলে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে । এজন্য তিনি সভায় উপস্থিত মাননীয় মেয়রগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এডিস মশা নিধনে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করতে আরোও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। এপর্যায়ে তিনি গত সভার সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে বলেন এবং সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থার পক্ষ হতে তাদের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে সভায় অবহিত করার আহ্বান জানান।

১.৩ এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ) জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী ৩য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন।

১.৪ অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নাজমুল ইসলাম,পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সভাকে জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় ৩৮৯ জন ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে আক্রান্তের সংখ্যা ২৬৪ জন। তিনি জানান, ২০২২ সালে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৯,৮৩৭ জন এবং মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৩৯ জন। তিনি আরোও বলেন, ঢাকা মহানগরীতে আক্রান্তের সংখ্যা ৭,৮০১ জন এবং ঢাকার বাইরে কক্সবাজারে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সর্বোচ্চ, এখানে আক্রান্ত রোগীর মোট সংখ্যা ১২৮১৯ জন। এ আক্রান্তের সংখ্যা মূলত Forcefully Displaced Myanmar Nationals (FDMN) অন্তর্ভূক্ত এলাকায় বেশী। অত্যন্ত ঘনবসতি এবং বৃষ্টির পানি জমে থাকার কারণে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্নতার কারণে ডেঙ্গু সমস্যা সমাধান বিঘ্নিত হচ্ছে। যদিও তাদের ভাষায় লিফলেট তৈরী করে বিভিন্ন সংস্থা হতে তাদেরকে সচেতন করা হচ্ছে। অপরদিকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগী দেরীতে হাসপাতালে ভর্তি হবার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি, চিকিৎসা এবং এর প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ডেঙ্গু সনাক্তকরণে বিনামূল্যে NS1 কিট সরবরাহ করা হচ্ছে এবং ২০২২ সালে অদ্যাবধি ১,৮১,৫৫০ টি ডেঙ্গু সনাক্তকরণ কিট সরবরাহ করা হয়েছে। ৬ টি হাসপাতালকে ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ঢাকার ৪ টি মেডিকেল কলেজে ডেঙ্গু রোগীদের নির্ধারিত ওয়ার্ডে ভর্তি করানোর জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে জাতীয় ডেঙ্গু ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২২ সালে ডেঙ্গু শতভাগ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সফলতা অর্জিত হয়েছে। তিনি মাননীয় মন্ত্রী এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১.৫ এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, Forcefully Displaced Myanmar Nationals (FDMN) অন্তর্ভূক্ত এলাকায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সরকারী- বেসরকারী সংস্থা সমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব RRRC পালন করেন এবং কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক সার্বিক বিষয়ে সমন্বয় করে থাকেন। ঢাকার বাইরে কক্সবাজারে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা যাতে আর না বাড়ে সেজন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সকল সরকারী- বেসরকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের সুষ্ট সমন্বয়ের দায়িত্ব ক্যাম্পসমূহের অভ্যন্তরে RRRC কে এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

১.৬ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন যে, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, "দশটায় দশ মিনিট প্রতি শনিবার, নিজ নিজ বাসা-বাড়ি করি পরিস্কার" এ শ্লোগান এর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। মাননীয় মেয়র কর্তৃক প্রতি শনিবার নির্ধারিত এলাকায় সংশ্লিষ্ট টীমক নিয়ে বাসা-বাড়ি মনিটরিং করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ড্রোনের মাধ্যমে ১,০৪,৫০০ টি বাসা-বাড়ির ছাদ সার্ভে করা হয়েছে, যার মধ্যে ২,৮৮৭ টি ছাদবাগান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং ২১৪ টি ছাদবাগানে মশার উৎসস্থল সনাক্ত করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে নগর কৃষিবিদের মাধ্যমে যারা ছাদবাগান করবে তাদের নির্ধারিত শর্তে ছাদবাগান করতে হবে মর্মে সচেতন করা হচ্ছে। মশক নিধন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে হুইলব্যারো মেশিন এবং প্লাস্টিকের নৌকা ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া মশক নিধনে পর্যাপ্ত কীটনাশকের মজুদ রয়েছে। তিনি বলেন, বাসা-বাড়িতে যে ওয়াসার পানির মিটার ও সোলার প্যানেল লাগানো হচ্ছে তা অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় লাগানোর জন্য সেখানে পানি জমে মশকের বংশবিস্তার হচ্ছে। তিনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এ ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

১.৭ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা, নিবিড় তদারকি এবং সঠিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মশক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি বলেন, ২০২১ সালে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৮,৪২৯ জন এবং মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১০৫ জন। ২০২২ সালে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৯,৮৩৭ এবং মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৩৯ জন। সঠিক কর্মপরিকল্পনায় এবং মাননীয় মন্ত্রীর সিদ্ধান্তের আলোকে মাঠ পর্যায়ে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবায়ন করে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে এ সফলতা অর্জিত হয়েছে। মাননীয় মেয়র বলেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ২০২২ সালে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৩৩২ জন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত রিপোর্টের পাশাপাশি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে মশক নিধনের সকল কার্যক্রম সরাসরি মনিটরিং করা হচ্ছে। ২০২২ সালে এ পর্যন্ত ১০ সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ ৪০ জন এবং ২ সেপ্টেম্বর সর্বনিম্ন ৯ জন রোগী সনাক্ত হয়েছে। তিনি আরোও বলেন, ইদানীং ঘনঘন বৃষ্টি ও লঘুচাপ এর কারণে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সকল জনসচেতনতা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ওয়ার্ডকে সাবজোনে বিভক্ত করে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করায় বিষয়টি ফলপ্রসূ হয়েছে।

১.৮ জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সভাকে জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তিনি জানান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর, আবাসনের ঝোপঝাড়, ড্রেন ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়েছে। সরকারি আবাসনসমূহে ফগার স্প্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, নির্মানাধীন সাইটে ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। ২০২২ সালে সারাদেশে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধকল্পে ৩৬টি জোনে মোট ৩৯১ টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং ঢাকা শহরে গণপূর্ত বিভাগের ১৩ টি জোনে মোট ২৯৫ টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। তিনি আরোও বলেন গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক "ডেঙ্গু প্রতিরোধ সতর্কীকরণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম" নামে একটি অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। উক্ত পোঁটালে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনগণকে সম্পৃক্ত করে একটি পেইজ খোলা হয়েছে।

১.৯ কৃষিবিদ মোঃ আমিনুর রহমান, উপপরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সভাকে জানান, বিগত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান আছে। তিনি বলেন, মশক নিধনে কার্যকর ১৭ টি কীটনাশক চিহ্নিত করা হয়েছে। এসকল কীটনাশক আমদানীর জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে ৮ টি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৬ টি এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য ৫ টি প্রোডাক্টের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

১.১০ মোঃ মিজানুর রহমান, সদস্য (প্রশাসন), বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বলেন, বিগত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান আছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর সহযোগিতা নিয়ে তারা একটি মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং আওতাভূক্ত আবাসিক এলাকাসহ তাদের অধিক্ষেত্রে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১.১১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক জনাব জুয়েনা আজিজ বলেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র নেতৃত্বে সকল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিবিড় ও সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, সাধারণ জনগণ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই যেন হাসপাতালে ভর্তি হয় সে ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করতে হবে। এ লক্ষ্যে টিভিসি এবং লিফলেটগুলোতে এ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। সর্বোপরি মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোকে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

১.১২ মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ডেঙ্গু মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশন ও অন্যান্য বিভাগ কর্তৃক সমন্বিত ও সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সেপ্রেক্ষিতে তাদের বছরব্যাপী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ডেঙ্গুতে সনাক্ত হওয়ার পর আক্রান্ত ব্যক্তি যেন তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করে সে বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করে প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে। এছাড়া হাসপাতালসমূহে সনাক্তকৃত/ভর্তিকৃত ডেঙ্গু রোগীর সঠিক ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ (দশ) টি সাবজোনে বিভক্ত করে সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তালিকা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। অপরদিকে এডিস মশা নিধনের কার্যক্রম হিসেবে বাসা-বাড়ির সামনে বাড়ির মালিক কর্তৃক নিজ উদ্যোগে সাইনবোর্ড (মশক, লার্ভা মুক্ত) লাগাতে হবে এবং লার্ভা পাওয়া গেলে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এডিস মশার প্রজননের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তররের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ও ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা কক্সবাজারে সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. সভার সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

ক্র:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	(ক) ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে রাখার স্বার্থে সিটি কর্পোরেশনসমূহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনে কুইক রেসপন্স টীম প্রস্তুত রাখতে হবে। অধিকতর ডেঙ্গু আক্রান্ত এলাকা/ওয়ার্ডসমূহে তথ্য প্রাপ্তির সাথে সাথে চিরুনী অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন।
০২	জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে চলমান প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডকে ১০ (দশ) টি সাবজোনে বিভক্ত করে সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির তালিকা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। সকল সিটি কর্পোরেশন, ২। স্থানীয় সরকার বিভাগ।

০৩	(ক) হাসপাতালসমূহ কর্তৃক সনাক্তকৃত ডেঙ্গু রোগীর সঠিক ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতালসমূহের তথ্য জনসাধারণের জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ডেঙ্গু সনাক্ত হওয়ার পরপরই স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এড়ানোর স্বার্থে জনসাধারণ যেন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় এ বিষয়ে প্রচারণা চালাতে হবে। (গ) যেসকল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করবেনা তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ। ২। সকল সিটি কর্পোরেশন।
০৪	এডিস মশা নিধনের কার্যক্রম হিসেবে নির্মাণাধীন স্থাপনার সামনে মালিক কর্তৃক নিজ উদ্যোগে ডেঙ্গু সতর্কতা সাইনবোর্ড (মশক, লার্ভা মুক্ত) লাগাতে হবে। লার্ভা পাওয়া গেলে অবহেলার দায়ে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।	১। সকল সিটি কর্পোরেশন। ২। রাজউক।
০৫	(ক) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য বেসরকারি দপ্তরের আবাসন ও অন্যান্য স্থাপনা নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নিয়মিত কার্যকর কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনসমূহের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) রেলওয়ের পরিত্যক্ত ওয়াগন, টায়ার, থানাসমূহে মামলার আলামত হিসাবে জব্দকৃত যানবাহনসহ লার্ভা জন্মায় এ ধরণের স্থাপনা ধ্বংস/নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। সকল সিটি কর্পোরেশন, ২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ৩। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ৪।ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ৫। বাংলাদেশ রেলওয়ে, ৬। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ৭। জননিরাপত্তা বিভাগ।
০৬	(ক) হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর এলাকায় মশার প্রজনন রোধে কার্যকর কীটনাশক প্রয়োগ, নিবিড় তদারকিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) বিমানের পরিত্যক্ত টায়ারসহ এডিস মশা প্রজননের সকল উৎসস্থল ধ্বংস করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ২। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, ৩। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
০৭	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকাধীন স্থাপনাসমূহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে।	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।
০৮	(ক) ডেঙ্গু প্রতিরোধে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহের অভ্যন্তরে RRRC কক্সবাজার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (খ) জেলা প্রশাসন কক্সবাজার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী দপ্তর/সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয়পূর্বক কক্সবাজার জেলায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। (গ) স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।	১।স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩।শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার ৪। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার
০৯	(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় করে মশক নিধনের বিষয়ে (ছাদবাগান ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করবে।	১। কৃষি মন্ত্রণালয়, ২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ৩। সকল সিটি কর্পোরেশন।

	(খ) রাজধানীতে ছাদবাগানসমূহ পরিচ্ছন্ন রাখাসহ ফুলের টবে এডিস মশা প্রজননে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে নিয়মিত লার্ভিসাইড/কেরোসিন দেওয়ার জন্য প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে।	
১০	এডিস প্রজননে ইচ্ছাকৃতভাবে উৎসাহিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল সিটি কর্পোরেশন।

৩. সভাপতি সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব-স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের আহবানসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তাং-১০/১০/২০২২খ্রি:
(মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি)
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.১০৭.০৫.০০১.২১-**১৭৬ (১/১০০)**

তারিখ: ২৮ আশ্বিন ১৪২৯ / ১৩ অক্টোবর ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় মেয়র, সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা (সদয় জ্ঞাতার্থে)
৪. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২. সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
১৪. সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরে এ বাংলা নগর, ঢাকা।
১৬. সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৯. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইস্কাটন, ঢাকা।

২১. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২২. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫. সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
২৬. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭. সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
৩১. সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩২. সচিব, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় , বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় , বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬. সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৭. সচিব, সেতু বিভাগ, মহাখালী, ঢাকা।
৩৮. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪১. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪২. সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪৩. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৪. সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪৫. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৬. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৭. সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকাা।
৪৮. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৪৯. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫০. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫১. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫২. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৪. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৫. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৬. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৭. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৮. অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৯. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/ প্রশাসন/ পানি সরবরাহ/ উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬০. বিভাগীয় কমিশনার, ... বিভাগ (সকল)।
৬১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
৬২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, রাজশাহী ওয়াসা/ খুলনা ওয়াসা।
৬৩. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ / চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৬৪. অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৬৬. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬৭. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনি, কাকরাইল, ঢাকা।
৬৮. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
৭০. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৭১. মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরানবাজার, ঢাকা।
৭২. মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭৩. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৭৪. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ঢাকা।
৭৫. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭৬. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, গ্রীন রোড, ঢাকা।
৭৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৭৯. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
৮০. রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৮১. শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশানার, কক্সবাজার।
৮২. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)
৮৩. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ............................ (সকল)।
৮৪. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮৫. জেলা প্রশাসক, ... জেলা (সকল)।
৮৬. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
৮৭. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১/২/ জেলা পরিষদ/ পৌর-১/ পৌর-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮৮. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ... বিভাগ (সকল)।
৮৯. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ....(সকল)।
৯০. মেয়র, ... পৌরসভা (সকল)
৯১. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯২. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৩.১০.২০২২

শাফিয়া আক্তার শিমু
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০৬৭৭
ই-মেইল: urbandevelopment2@lgd.gov.bd